বরফে পায়ের চিহ্ন

মরিস লেব্‌লাঁ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বরফে পায়ের চিহ্ন

□ Footprints in the Snow □

মরিস লেব্‌লাঁ

প্রিন্স সের্গে রেনিন-কে
(আর্সেন লুপিন-এর ছদ্মনাম)
বুলেভার্দ হোসম্যান,
প্যারিস

লা রোচিয়েরে
"বাসিকোর্টের সন্নিকট"
"১৪, নভেম্বর।"

আমার প্রিয় বন্ধু,—

"আপনি নিশ্চয় আমাকে খুব অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল আমি এখানে এসেছি; আর আমার কাছ থেকে আপনি একটা চিঠিও পান নি! একটা ধন্যবাদের কথাও নয়! অথচ এখানে থাকতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কী ভয়ংকর মৃত্যুর হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন এবং সেই ভয়ংকর ব্যাপারের গোপন কথাটাও জানতে পেরেছিলাম! কিন্তু সত্যি সত্যি আমার কোন উপায় ছিল না! এত সব কাণ্ডের পরে আমি এতই ভেঙে পড়েছিলাম! বিশ্রাম ও নির্জনতার বড়ই দরকার ছিল আমার! আমার কি প্যারিসে থাকার কথা ছিল? আপনার সঙ্গে অভিযানে বের হবার কথা ছিল কি? না, না, না! অ্যাডভেঞ্চার অনেক হয়েছে! অন্য সকলেই খুব ভাল, স্বীকার করি। কিন্তু কেউ যখন নিজেই শিকার হয়ে পড়ে এবং অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়?··· ওঃ, প্রিয় বন্ধু আমার, সে কী ভয়ংকর! কোন দিন কি সে কথা ভুলতে পারব?···

"এখানে লা রোচিয়েরেতে খুব সুখে আছি। আমার অবিবাহিতা জ্ঞাতি-দিদি বৃদ্ধ এমেলিন আমাকে পঙ্গু মানুষের মত আদর-যত্ন ও সেবা করে। আমার গায়ের রং ফিরে আসছে, শারীরিক দিক থেকে খুব ভাল আছি···বস্তুত এতই ভাল আছি যে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার কথা একেবারেই ভাবি না। আর কোন দিন না! দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গতকাল একটা অদ্ভুত বৈঠকে আমি হাজির ছিলাম। আঁতয়নেৎ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বাসিকোর্টের একটা সরাইখানায়, সেখানে চাষীদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলাম (সেটা হাটবার ছিল), এমন সময় আরও তিনজন (দুটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক) এসে হাজির হওয়ায় আমাদের কথাবার্তার সাময়িক বিরতি ঘটল।

www.BanglaBook.org

"পুরুষ দুটির মধ্যে একজন মোটাসোটা জোতদার, পরনে লম্বা কোর্তা, হাসিখুশি লাল মুখে সাদা গোঁফ। অপরজনের বয়স অল্প, কড়ুরয়ের পোশাক পরা, সরু দেহ, হলুদ মুখ। দুজনের কাঁধেই বন্দুক ঝুলছে। তাদের মাঝখানে একটি ছোটখাট, একহারা তরুণী, গায়ে বাদামী আলখাল্লা, মাথায় লোমের টুপি, সরু এবং অত্যন্ত ম্লান মুখখানি বিস্ময়কর রকমের সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

"বাবা, ছেলে ও ছেলের বৌ," দিদি ফিসফিস করে বলল।

"কি? এই সুন্দরী মেয়েটি ওই কাদা-মাখা চাষীটার বৌ?"

"আর ব্যারন দ গোর্ণের পুত্র-বধূ।"

"ওপাশের ওই বুড়ো লোকটা কি একজন ব্যারণ?"

"হ্যাঁ, একটি খুব প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর; সেকালে ওরা একটা পল্লী-ভবনের মালিক ছিল। ও সব সময়ই চাষীর মত থাকে: মস্তবড় শিকারী, মস্তবড় মাতাল, মস্তবড় মামলাবাজ, কারও না কারও সঙ্গে মামলা লেগেই আছে, এখন সবই প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। তার ছেলে ম্যাথিয়াস ছিল আরও উচ্চাভিলাষী, জমিজমার ধার ধারত না, ওকালতির জন্য পড়াশুনা করেছিল। তারপর আমেরিকা চলে গেল। তারপর টাকার অভাবে গাঁয়ে ফিরে এল এবং এক সময় নিকটবর্তী শহরের একটি যুবতী মেয়ের প্রেমে পড়ল। কেউ জানে না কেন মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে রাজী হল; আজ পাঁচ বছর ধরে মেয়েটি সন্ন্যাসিনীর, বরং বলা যায় বন্দিনীর, জীবন যাপন করছে কাছেই একটা ছোট কাছারি-বাড়িতে—মনয়র—অ—হুইৎস অর্থাৎ কুয়ো-বাড়িতে।"

"বাবা ও ছেলের সঙ্গে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না, বাবা থাকে গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা ছোট নির্জন গোলাবাড়িতে।"

"মাস্টার ম্যাথিয়াস কি ঈর্ষান্বিত?"

"একটা আস্ত বাঘ!"

"বিনা কারণে?"

"বিনা কারণে, কারণ নাতালি দ গোর্ণের মত সহজ, সরল মেয়ে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাবে না; আর একটা সুন্দর যুবক যদি গত কয়েকমাস ধরে গোলাবাড়ির চারদিকে ঘুর ঘুর করে বেড়ায় সেটা তোমার দোষে নয়। অবশ্য দ গোর্ণেরা সেটা ঠেকাতেও পারে না।"

"কি, বাবাও পারে না।"

"অনেক দিন আগে পল্লী-ভবনটা যারা কিনেছিল সুন্দর যুবকটি হচ্ছে তাদের শেষ বংশধর। বুড়ো গোর্ণের ঘৃণার এটাই কারণ। জেরোম ভিগনোল—আমি তাকে চিনি, তাকে খুব ভালবাসি সুদর্শন যুবক, আর খুবই বিত্তবান; সে কথা দিয়েছে নাতালিয়া দ গোর্ণেকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। বেশী মাল পেটে পড়লে এসব কথা ওই বুড়োই বলে ফেলে। ওই তো, শোন!"

"বুড়ো লোকটি একদল মানুষের সঙ্গে বসেছিল; তারা তাকে মদ খাইয়ে মজা দেখছে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে। ইতিমধ্যেই তার একটু 'নেশা' ধরেছে; ক্ষোভের সুরে ও ঠাট্টার হাসি হেসে

www.BanglaBook.org

সে বলছে :

"আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, ওই ভাঁড়টা বৃথাই নিজের সময় নষ্ট করছে! আমাদের পথের চারদিকে ঘুর ঘুর করা আর মেয়েদের দেখে চোখমারা তো ভদ্রলোকের কাজ নয়·····সব দিকেই আমাদের চোখ আছে! আসুক না একবার কাছাকাছি, তখনই বুলেট ছুটবে।"

সে পুত্র-বধূর হাতটা চেপে ধরল। মুচকি হেসে বলল, "তখন বুববে এই ছোট মেয়েটাও জানে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে হয়। কি বল নাতালিয়া, তুমি তো চাও না যে লোকে তোমার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াক, চাও কি?"

তরুণী বধূটি এ সব কথা শুনে লজ্জা পেল, আর তার স্বামী গর্জে উঠল :

"তুমি চুপ কর তো বাবা। সব কথা প্রকাশ্যে বলা যায় না।"

বুড়ো পাল্টা জবাব দিল, "যেখানে মান-সম্মানের কথা, সেখানে প্রকাশ্যে বোবা-পড়া হওয়াই ভাল। আমার কাছে দ গোর্গে পরিবারের সম্মানই সব কিছুর আগে; আর ওই আগুনের ফুলকি, যতই প্যারীসির ভাব দেখাক, ওকেও ছেড়ে·····"

বুড়ো থেমে গেল। সদ্য আগত একটি লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; বুড়োর কথাটা শেষ হবার জন্যই সে অপেক্ষা করে ছিল। নবাগত লোকটি লম্বা, শক্ত-গড়নের যুবক, পরনে অশ্বারোহীর পোশাক, হাতে শিকারীর চাবুক। তার শক্ত ও ঈষৎ রুক্ষ মুখে জ্বলজ্বল করছে একজোড়া সুন্দর চোখ, তাতে ফুটে উঠেছে বিদ্রূপের হাসি।

"জেরোম ভিগনোল," আমার দিদি চুপিচুপি বলল।

যুবকটিকে কিন্তু মোটেই বিচলিত মনে হল না। নাতালিকে দেখে সে মাথাটা একটু নোয়াল; আর ম্যাথিয়াস যখন এক পা এগিয়ে গেল তখন সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে দেখল, যেন বলতে চাইল : "আচ্ছা এসব কি?"

কিন্তু তার হাব-ভাব এতই উদ্ধত ও ঘৃণ্য মনে হল যে দ গোর্গেরা দুজনই কাঁধ থেকে বন্দুক দুটো নামিয়ে দুই হাতে বাগিয়ে ধরল। ছেলের মুখের ভাব হিংস্র হয়ে উঠেছে।

জেরোম কিন্তু মোটেই ভয় পেল না। কয়েক সেকেন্ড পরে সরাইওয়ালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল :

"ওহো, তাই তো বলি! আমি এসেছিলাম বুড়ো ভাসিউরের কাছে। কিন্তু তার দোকান তো বন্ধ। আমার রিভলবারের এই খাপটা তাকে দিয়ে দিতে পারবে কি? দু-একটা সেলাই দিতে হবে।"

খাপটা সরাইওয়ালার হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল :

"রিভলবারটা আমি রেখে দিলাম, যদি দরকার হয়। কিছুই বলা যায় না তো!"

তারপর খুব শান্তভাবে রুপোর কৌটো থেকে একটা সিগারেট বের করল; সেটা ধরাল, তারপর হেঁটে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম, এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে দুলকি

www.BanglaBook.org

চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বুড়ো দ গোর্ণে ভীষণভাবে খিস্তি করতে করতে ব্র্যাণ্ডির বোতলটাকেই উল্টে ফেলে দিল।

তার ছেলে বুড়োর মুখে হাতটা চেপে ধরে তাকে জোর করে বসিয়ে দিল। তাদের পাশে বসে নাতালিয়া দ গোর্ণে তখন কেঁদেই চলেছে।...

"আমার গল্প এখানেই শেষ হল বন্ধু। বুঝতে পারছেন, এটা ভীষণ আকর্ষণীয় কিছু নয়, আর আপনার মনোযোগকে টানবার যোগ্যও নয়। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই, আর আপনার কোন ভূমিকাও নেই। আসলে, আমি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, অসময়ে হস্তক্ষেপের একটা ওজুহাত খোঁজার চেষ্টা করবেন না। অবশ্য বেচারি মেয়েটিকে সুরক্ষিত দেখলে আমি খুশিই হব: তাকে দেখে পুরোপুরি একটি শহিদ বলেই মনে হল। কিন্তু, আগেই বলেছি, যাদের বিপদ তারা নিজেরাই সেটা কাটিয়ে উঠুক, আমরা যেন কোন ছোটখাট পরীক্ষা চালাতে এগিয়ে না যাই..."

* * *

রেনিন চিঠিটা পড়ল, আবার পড়ল, তারপর বলল:

"ঠিক আছে। সবই ঠিক আছে। আমাদের ছোটখাট পরীক্ষাগুলি চালাতে তিনি আর চান না, কারণ এটা হবে সপ্তম, আর অষ্টমটিকে তিনি ভয় পাচ্ছেন যেহেতু আমাদের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি চান না... যদিও তাকে দেখে তা মনে হয় না।"

সে হাত দুটি ঘসল। ধীরে ধীরে, শান্তভাবে, ধৈর্যের সঙ্গে সে যে হার্তেন্সে দানিয়েলের উপর নিজের প্রভাবটা বাড়াতে পেরেছে এই চিঠিটাই তার অমূল্য সাক্ষী। চিঠিতে একটা জটিল মানসিকতা ধরা পড়ছে: প্রশংসা, অসীম বিশ্বাস, মাঝে মাঝে অস্বস্তি, ভয় ও ত্রাস—সব কিছুর একটা মিশ্র অনুভূতি; এমন কি ভালবাসাও—সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তিনি ছিলেন তার অভিযানের সঙ্গিনী, কাজটাকে তিনি সহজভাবেই নিয়েছিলেন, হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলেন। সৌজন্য ও অনুরাগ দুইয়ে মিলে তাকে পিছনে টানছে।

সেই রবিবার সন্ধ্যায়ই রেনিন ট্রেনে চাপল।

আর ছোট শহর পম্পিগনোত-এ ট্রেন থেকে নেমে বরফ-ঢাকা পাঁচ মাইল পথ অনেক পরিশ্রম করে পার হয়ে ভোরবেলা বাসিকোর্ট গ্রামে পৌঁছে সে বুঝতে পারল, তার পথের কষ্টটা বৃথা হয় নি: সারা রাতে মনয়র-অ-পুইৎস-এর দিক থেকে তিনটে গুলির আওয়াজ শোনা গেছে।

রেনিন যে সরাইখানায় উঠেছে তার বৈঠকখানায় বসে সুশস্ত্র পুলিশ যখন জনৈক চাষীকে জেরা করছিল তখন সে বলে, "তিনটে গুলি সার্জেন্ট। আমি স্পষ্ট শুনেছি, ঠিক যেমন আপনাকে আমার সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।"

পরিচারকও বলে, "আমিও শুনেছি। তিনটে গুলি। তখন রাত বারোটা হবে। ন'টা থেকে

www.BanglaBook.org

বরফ পড়ার পরে সেটা থেমেছিল গুলির শব্দ মাঠের উপর দিয়ে ভেসে আসছিল একটার পর একটা : ব্যাং, ব্যাং, ব্যাং।"

আরও পাঁচটি চাষী-সাক্ষী দিল। সার্জেণ্ট ও তার লোকজনরা কিছুই শোনে নি। গোলাবাড়ির একটি মজুর ও একটি স্ত্রীলোক এসে জানাল, তারা ম্যাথিয়াস দ গোর্ণের কাছে কাজ করে। মাঝখানে রবিবার পড়ায় দুদিন সেখানে ছিল না, তারা গোলাবাড়ি থেকে সোজা এসেছে, সেখানে ঢুকতেই পারে নি।

পুরুষটি বলল, "উঠোনের ফটক তালাবন্ধ আছে সার্জেণ্ট। এই প্রথম এ রকমটা দেখলাম। কি শীত কি গ্রীষ্ম, প্রতিদিন সকাল ছ'টায় এম. ম্যাথিয়াস নিজে এসে ফটক খোলেন। এখন তো আটটা বেজে গেছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। তাই আমরা এখানে এসেছি।"

সার্জেণ্ট বলল, "তোমরা বুড়ো এম. দ গোর্ণের কাছে খোঁজ করতে পারতে। তিনি তো বড় রাস্তায় থাকেন।"

"তা অবশ্য পারতাম! কথাটা আমার মাথায়ই আসে নি।"

সার্জেণ্ট বলল, "এখন আমরা বরং সেখানেই যাই।" দুজন সিপাইও তার সঙ্গে গেল; আর গেল চাষী কজন ও একজন তালার মিস্ত্রি; তাকে ডেকে আনা হয়েছে। রেনিনও সেই দলে যোগ দিল।

শীঘ্রই তারা গ্রামের শেষ প্রান্তে বুড়ো দ গোর্ণের গোলাবাড়িতে পৌঁছে গেল। ইভেন্স-র বিবরণ অনুযায়ী রেনিনও বাড়িটা চিনতে পারল।

বুড়ো মানুষটি তার গাড়িতে ঘোড়াটা যুতছিল। সব ঘটনা শুনে সে হো-হো করে হেসে উঠল :

"তিনটে গুলি? ব্যাং, ব্যাং, ব্যাং? সে কি সার্জেণ্ট মশায়, ম্যাথিয়াসের বন্দুকের নল তো মাত্র দুটো!"

"ফটক তালাবন্ধ কেন?"

"তার মানে ছোকরা ঘুমিয়ে আছে, বাস। কাল রাতে সে এসে আমার সঙ্গে একটা বোতল সেঁটেছে···হয় তো দুটো···এমন কি তিনটেও; তার ঘোড়াটা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে হয়তো···সে আর নাতালি।" সে গাড়ির বাক্সে উঠে শপাং করে চাবুক ঘোরাল :

"চললাম গো ভদ্রজনরা। আপনাদের তিন গুলির জন্য আমার পাশ্পিগনোও বাজারে যাওয়া তো বন্ধ করতে পারি না, প্রতি সোমবারই যে যাই। সকলকেই শুভদিন জানাই!

অন্য সকলেই পা বাড়াল। রেমিন সার্জেণ্টের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের নাম বলল :

"লা রোচিয়েরের মাদমোয়জেল এমেলিনের বন্ধু আমি; এত সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না, তাই আপনার সঙ্গে গোলাবাড়িটা ঘুরে আসার অনুমতি যদি দেন তো খুশি

www.BanglaBook.org

হব। মাদমোয়াজেল এমেলিন মাদাম দ গোর্ণেকে চেনেন; তার মনের অস্বস্তিটা দূর করতে পারলে আমি খুশিই হব; আশা করি, গোলাবাড়িতে অঘটন কিছু ঘটে নি?"

সার্জেন্ট জবাব দিল, "যদি ঘটেও থাকে, আমরা ছবির মতই সব কিছু জানতে পারব, আর সেটা সম্ভব হবে বরফের জন্যই।"

যুবকটি বেশ পছন্দসই, চটপটে, বুদ্ধিমান। আগের সন্ধ্যায় ম্যাথিয়াস যে পায়ের ছাপ রেখে গেছে শুরু থেকেই সার্জেন্ট তার উপর কড়া নজর রেখেছে; অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই মজুর ও স্ত্রীলোকটির যাতায়াতের ফলে তাদের পায়ের ছাপ পড়ে গত রাতের ছাপগুলি কিছুটা চাপা পড়েও গেছে। ততক্ষণে সকলে বাড়ির প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেলে তালা-মিস্ত্রি সহজেই ফটকটাকে খুলে ফেলল।

সেখান থেকে চিহ্নহীন বরফের উপর কেবলমাত্র ম্যাথিয়াসের পায়ের দাগই চোখে পড়ল; সহজেই বোঝা গেল বাবার মুখামৃতের অনেকটা অংশই ছেলের ভোগে লেগেছে, কারণ পদ-চিহ্নের রেখাটি এঁকে বেঁকে পথের গাছের সারির দিকে চলে গেছে।

আরও দুশ' গজ দূরে মনসির—অ—পুইৎস্-এর ভগ্নপ্রায় দোতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বড় ফটকটা খোলাই ছিল।

"ভিতরে ঢোকা যাক", সার্জেন্ট বলল।

আর চৌকাঠটা পেরিয়েই সে বলে উঠল, "ও হো! বুড়ো দ গোর্ণে না এসে ভুল করেছেন। এখানে তো একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে।"

বড় ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে। দুটো চেয়ার ভেঙেছে, টেবিলটা ওল্টানো, ভাঙা গ্লাস ও চিনে মাটির বাসনগুলো দেখেই সংঘর্ষের তীব্রতাটা বোঝা যাচ্ছে। বড় ঘড়িটা মেঝেতে পড়ে আছে; এগারোটা বিশ মিনিটের সময় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

গোলাবাড়ির মেয়েটি পথ দেখিয়ে দিলে তারা ছুটে দোতলায় উঠে গেল। ম্যাথিয়াস বা তার স্ত্রী কেউ সেখানে নেই। কিন্তু শোবার ঘরের দরজাটাকে হাতুড়ি মেরে ভাঙা হয়েছে; হাতুড়িটাকে বিছানার নিচে পাওয়া গেল।

রেনিন ও সার্জেন্ট আবার নিচে ফিরে গেল। বসবার ঘর থেকে একটা পথ রান্না-ঘর পর্যন্ত গেছে; রান্না-ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে; তার দরজাটা একটা ছোট উঠোনের দিকে খোলে; উঠোনটা আবার বেড়া দিয়ে বাগান থেকে আলাদা করা। সেই ঘেরা জায়গাটার শেষে একটা কুয়ো; কাউকে সেদিকে যেতে হলে কুয়োটার পাশ দিয়ে যেতেই হবে।

এখন, রান্না-ঘরের দরজা থেকে কুয়ো পর্যন্ত যাবার পথে পাতলা বরফ এদিক-ওদিক বেশ কিছুটা চাপা পড়েছে বলে মনে হয়, যেন কাউকে সেখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুয়োর চার ধারে অনেক বিক্ষিপ্ত পায়ের ছাপ ইতস্তত পড়ে আছে; দেখে মনে হয়, এখানে এসে নতুন করে ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছিল। সার্জেন্ট ম্যাথিয়াসের পায়ের ছাপও আবিষ্কার করল; অন্য সব ছাপের চাইতে

www.BanglaBook.org

সেগুলি আকারে ভাল আর হাল্কাও। শেষের পায়ের চিহ্নগুলি সোজা বাগানের দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে ত্রিশ গজ দূরে পায়ের ছাপগুলির কাছেই জনৈক চাষী একটা রিভলবার তুলে নিয়েই চিনতে পারল যে দুদিন আগে জেরোম ভিগনোল সরাইখানায় যে রিভলবারটা দেখিয়েছিল এটাও দেখতে ঠিক সেই রকম।

সার্জেণ্ট নলটা ভাল করে দেখল। সাতটা বুলেটের তিনটে খরচ করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার একটা রেখাচিত্র ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। সার্জেণ্ট হুকুম দিল, সকলেই যেন পায়ের ছাপ থেকে দূরে থাকে; তারপর কুয়োর কাছে গিয়ে বাড়ির মেয়েটিকে কয়েকটা প্রশ্ন করে আবার রেনিনের কাছে ফিরে এসে ফিসফিস করে বলল:

"সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

রেনিন তার হাত ধরে বলল, "কথাটা খোলাখুলিই বলা হোক সার্জেণ্ট। এ ব্যাপারটা আমি ভালই বুঝি; আপনাকে তো আগেই বলেছি, মাদমোয়জেল এমেলিনকে আমি চিনি, তিনি জেরোম ভিগনোলের বন্ধু। মাদাম দ গোর্ণেকেও আমি চিনি। আপনি কি মনে করেন……?"

"কিছুই মনে করতে চাই না। কেবল বলতে চাই, কাল রাতে কেউ ওখানে এসেছিল…"

"কোন্ পথে? ওদিকে আসার পথে তো একমাত্র এম. দ গোর্ণের পায়ের ছাপই পাওয়া গেছে।"

"তার কারণ অপর লোকটি এসেছিল বরফপড়ার আগে, তার মানে, ন'টার আগে।"

"তাহলে সে নিশ্চয় বসবার ঘরের এক কোণে লুকিয়েছিল এম. দ গোর্ণের ফেরার অপেক্ষায়; তিনি এসেছিলেন বরফপাতের পরে।"

"ঠিক তাই। ম্যাথিয়াস ঘরে ঢোকা মাত্রই লোকটি তাকে আক্রমণ করেছিল। ফলে সংঘর্ষ। ম্যাথিয়াস রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়, লোকটি তাকে তাড়া করে কুয়োটা পর্যন্ত যায় এবং রিভলবার থেকে তিনবার গুলি ছোড়ে।"

"আর মৃতদেহটা কোথায় গেল?"

"কুয়োর তলায়।"

রেনিন বাধা দিল।

"আঃ! আপনি দেখছি সব কিছুই ধরে নিচ্ছেন?"

"কেন মশায়, এ গল্পটা বলার জন্য তো বরফই হাজির আছে। বরফ তো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, ধস্তাধস্তির পরে, তিনটে গুলি ছোড়ার পরে, একটিমাত্র লোক হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল, একটিমাত্র লোকই গোলাবাড়ি থেকেও চলে গেল, আর তার পায়ের ছাপ ম্যাথিয়াস দ গোর্ণের পায়ের ছাপ নয়। এর মধ্যে ম্যাথিয়াস দ গোর্ণ আসছে কোথায়?"

কিন্তু কুয়োটা…?"

"না, কুয়োটা আসলে তলহীন। জেলার সকলেই তা জানে, আর ওটা থেকেই বাড়িটার নাম

www.BanglaBook.org

নিয়েছে কুয়ো-বাড়ি।"

"তাহলে আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন···?"

"যা বলেছি সেটাই আবার বলছি। বরফ পড়ার আগে মাত্র একজন এল, তিনি ম্যাথিয়াস, আর মাত্র একজন ফিরে গেল, তিনি অপরিচিত।"

"আর মাদাম দ গোর্ণে? তাকেও কি তার স্বামীর মতই খুন করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল?"

"না, তাকে বয়ে নিয়ে গেছে।"

"নিয়ে গেছে?"

"মনে রাখবেন, তার শোবার ঘরের দরজা হাতুড়ি মেরে ভাঙা হয়েছে।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান সার্জেণ্ট! আপনি নিজেই বললেন, মাত্র একজনই ফিরে গেছে—সে অপরিচিত।"

"ঝুঁকে নীচে তাকান। লোকটির পায়ের ছাপ লক্ষ্য করুন। দেখুন, পায়ের ছাপগুলি বরফের মধ্যে কেমন বসে গেছে, প্রায় মাটি পর্যন্ত ছুঁয়েছে। এ রকম পায়ের ছাপ একমাত্র তারই হতে পারে যে একটা ভারী বোঝা নিয়ে হাঁটে। অপরিচিত লোকটি মাদাম দ গোর্ণেকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে।"

"তাহলে সেদিক দিয়ে বাইরে যাবার একটা পথ আছে?"

"হ্যাঁ, একটা ছোট দরজা আছে যার চাবি সব সময় ম্যাথিয়াস দ গোর্ণের কাছেই থাকে। এই লোকটি তার কাছ থেকেই চাবিটা নিয়েছে।"

"পথটা কি খোলা মাঠে গিয়ে পড়েছে?"

"এখান থেকে পেঁনে এক মাইল দূরে পথটা বিভাগীয় বড় রাস্তায় পড়েছে।····কোথায় পড়েছে জানেন কি?"

"কোথায়?"

"পল্লী-ভবনটার একটা কোণে।"

"জেরোম ভিগনোলের পল্লী-ভবন?"

"হাঁ ঈশ্বর, ব্যাপারটা যে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে! পায়ের চিহ্নগুলি যদি পল্লী-ভবন পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়, তাহলে তো সবটাই বোঝা যাবে।"

পায়ের চিহ্ন ধরে ঢেউ-খেলানো মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে চলতেই তারা বুঝতে পারল সেগুলো পল্লী-ভবন পর্যন্তই গেছে; মাঠের মধ্যে অনেক জায়গায়ই স্তূপ-স্তূপ বরফ জমে আছে। বড় ফটক-গুলিতে যাবার পথ ধুয়ে-মুছে গেছে, কিন্তু তারা দেখতে পেল একটা গাড়ির দুই চাকার দাগ উল্টো দিকে ঘুরে গ্রামের দিকে চলে গেছে।

সার্জেণ্ট ঘণ্টাটা বাজাল। যে দারোয়ান ভিতরটা ঝাট দিচ্ছিল সেই একটা ঝাড়ু হাতে নিয়ে

www.BanglaBook.org

ফটকে এসে দাঁড়াল। প্রশ্নের জবাবে লোকটি জানাল, অন্য কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগেই মঁসিও ভিগনোল খুব ভোরে কোথায় চলে গেছে, গাড়িতে ঘোড়াও সে নিজেই জুতেছে।

ফটক থেকে সরে এসে রেনিন বলল, "সে ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কাজ হবে ওই দুই চাকার দাগের পিছনে ছোটা।"

সার্জেন্ট বলল, "তাতে কোন কাজ হবে না। তারা নিশ্চয় রেলগাড়ি ধরেছে।"

"পম্পিগনোত স্টেশনে? যেখান থেকে আমি এসেছি? কিন্তু তাদের তো গ্রামের ভিতর দিয়েই যেতে হবে।"

"তারা গেছে অন্য পথে, কারণ সে পথটা গেছে শহরে, আর এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি সেখানে থামে। ওই শহরে প্রোকিউরেটর-জেনারেলের [illegible] আপিস আছে। আমি টেলিফোন করছি; এগারোটার আগে কোন ট্রেন নেই, অতএব তাদের একমাত্র কাজ হবে স্টেশনে একজন নজরদারকে রেখে দেওয়া।"

"আমার মনে হয় আপনি ঠিক কাজটাই করছেন সার্জেন্ট, রেনিন বলল, "আর যে পথে আপনি তদন্তটা চালিয়েছেন সে জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

তারা আলাদা পথে চলে গেল। রেনিন গ্রামের সরাইখানায় ফিরে গিয়ে লোক মারফৎ হতেঁন্সে দানিয়েলকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিল।

"আমার অতি প্রিয় বন্ধু,

"মনে হচ্ছে আপনার চিঠি থেকে আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে হৃদয়ঘটিত যে কোন ব্যাপারেই আপনি যেরূপ স্পর্শকাতর তাতে জেরোম ও নাতালির প্রেমঘটিত ব্যাপারটাকে নির্বিঘ্ন রাখতে আপনি খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। এদিকে এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই দুটি প্রাণী তাদের সুন্দরী রক্ষাকর্ত্রীর সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই ম্যাথিয়াস দ গোর্ণেকে কুয়োর মধ্যে ফেলে পালিয়ে গেছে।

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন। সমস্ত ব্যাপারটাই আবছা ও অস্পষ্ট; আর আমি যদি আপনার কাছে যেতাম তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার জন্য যে মানসিক বিচ্ছিন্নতার দরকার সেটাই পেতাম না।"

তখন সাড়ে দশটা বাজে। রেনিন গ্রামের দিকে বেড়াতে গেল; হাত দুটো পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করেই রাখল। সাদা প্রান্তরের সুন্দর দৃশ্যের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। দুপুরে লাঞ্চ খেতে এল; তখনও গভীর চিন্তায় মগ্ন; সরাইখানার খদ্দেরদের কথাবার্তায়ও কান দিল না, যদিও চারদিকে সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েই আলোচনা চলছিল।

নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; কিছুক্ষণ ঘুমবার পরে দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙে

www.BanglaBook.org

গেল। উঠে দরজাটা খুলে দিল।

"আপনি? সত্যি আপনি?" সে ফিসফিসিয়ে বলল।

হর্তেন্সে ও সে পরস্পরের হাত চেপে ধরে কয়েক সেকেন্ড নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল; মনে হল, কোন কিছুই, কোন অবান্তর চিন্তা এবং কথাকেই তাদের এই মিলনের আনন্দকে নষ্ট করতে তারা দেবে না। তারপর রেনিন শুধাল:

"আমি এসে ঠিক করেছি তো?"

হর্তেন্সে শান্ত গলায় জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি আপনাকেই আশা করছিলাম।"

"এত দেরি না করে আপনি যদি আরও আগেই আমাকে ডেকে পাঠাতেন তাহলেই হয়তো ভাল হত। দেখতেই পাচ্ছেন, ঘটনার স্রোত কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। এখন আমি ঠিক জানি না জেরম ভিগনোল ও নাতালি দ গোর্ণের কপালে কি ঘটেছে।"

"সে কি, আপনি শোনেন নি?" হর্তেন্সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা এক্সপ্রেসেই চলে যাচ্ছে।"

রেনিন আপত্তির সুরে বলল, "গ্রেপ্তার হয়েছে? না, মানুষকে তো এভাবে গ্রেপ্তার করা যায় না। তাদের তো জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় নি।"

"সেটাই এখন হচ্ছে। কর্তৃপক্ষরা এখন তদন্তের চালাচ্ছেন।"

"কোথায়?"

"পঞ্জী-ভবনে। আর যেহেতু তারা নির্দোষ···কারণ তারা নির্দোষই, তাই নয় কি? আমার মতই আপনিও তো তাদের দোষী মনে করেন না?"

রেনিন উত্তর দিল:

"আমি কিছুই মনে করি না, মনে করতে পারি না বন্ধু। তথাপি আমি বলতে বাধ্য যে সব কিছুই তো তাদের বিরুদ্ধে···মাত্র একটা ঘটনা ছাড়া, আর সেটা হচ্ছে—সব কিছুই তাদের বড় বেশী বিরুদ্ধে। একের পর এক প্রমাণের স্তূপ গড়ে উঠবে সেটা যেমন স্বাভাবিক নয়, তেমনি যে লোকটা খুন করেছে সে এত খোলাখুলিভাবে নিজের গল্পটা বলে দেবে সেটাও স্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া তো আর সব কিছুই রহস্য আর বৈপরীত্য মাত্র।"

"তারপর?"

"তারপর, আমার সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু আপনার তো একটা পরিকল্পনা আছে, একটা ছক আছে?"

"এখনও পর্যন্ত ছক-টক কিছু নেই। আঃ, আমি যদি একবার জেরোম ভিগনোল ও নাতালি দ গোর্ণের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, নিজেদের সমর্থনে তারা কি বলছে সেটা যদি শুনতে ও জানতে পারতাম! কিন্তু আপনি তো বোঝেন, তাদের কোন প্রশ্ন করার অথবা তাদের জেরার সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি আমাকে দেওয়া হবে না। তাছাড়া, সেটা হয়তো এতক্ষণে শেষ হয়েও গেল।"

www.BanglaBook.org

হার্তেন্সে বলল, "পল্লী-ভবনে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু জমিদার-বাড়িতেও জেরার কাজ চলবে।"

রেনিন সাগ্রহে শুধাল, "তাদের কি জমিদার-বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে?"

"হ্যাঁ,...অন্তত প্রোকিউরেটরের দুখানা গাড়ির একটার চালককে যা বলা হল তা থেকে তো সেই রকমই মনে হয়।"

"ওঃ, তাহলে তো," রেনিন চীৎকার করে উঠল, "কাম ফতে! জমিদার-বাড়ি! আরে, আমরা তো একেবারে সামনের সারিতে বসব! সব কিছু দেখতে পাব, শুনতে পাব; আর—একটা কথা, একটা স্বর, চোখের পাতার একটা কাঁপন থেকেই পেয়ে যাব আমার দরকারী ছোট্ট সূত্রটি; বাস, এখনও কিছু আশা আমরা পোষণ করতে পারি। চলে আসুন।"

সে হর্তেন্সেকে নিয়ে সোজা পথে সকালে তালা-মিস্ত্রি যে ফটকটা খুলে দিয়েছিল সেটা দিয়েই বাড়িতে ঢুকল। কর্তব্যরত সশস্ত্র পুলিশরা পায়ের ছাপের পাশাপাশি বরফের উপর দিয়ে একটা রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। রেনিন ও হর্তেন্সে সকলের অলক্ষ্যে একটা পাশের জানালা দিয়ে পিছনের সিঁড়ির কাছে বারান্দায় ঢুকে পড়ল। কয়েক ধাপ উঠেই একটা ছোট ঘর, তাতে আলো ঢোকার একমাত্র পথ একতলার বড় ঘরের সঙ্গে যুক্ত একটা গোলাকার ছোট জানালা; ভিতর থেকে একটুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা। রেনিন কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে জানালার একটা অংশ কেটে ফেলল।

কয়েক মিনিট পরেই নীচ থেকে নানা রকম কোলাহল ভেসে এল। অনেক লোক বাড়িতে জড় হয়েছে। তাদের কিছু লোক দোতলায় উঠে গেল, আর একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল সার্জেন্ট। তার দীর্ঘ দেহ দেখেই রেনিন ও হর্তেন্সে চিনতে পারল।

জেরোম ভিগনোল", হর্তেন্সে বলল।

"হ্যাঁ," রেনিন বলল। "উপরতলার শোবার ঘরেই মাদাম দ গোর্ণেকে প্রথম জেরা করা হচ্ছে।"

পনেরো মিনিট কেটে গেল। দোতলার লোকজন নেমে এসে ঘরে ঢুকল। তারা সব প্রোকিউরেটরের সহকারী, তার করণিক, তার কর্মচারী ও দুজন গোয়েন্দা।

মাদাম দ গোর্ণেকে শপথ-বাক্য পাঠ করানো হল; সহকারী জেরোম ভিগনোলকে এগিয়ে আসতে বলল।

হর্তেন্সে তার চিঠিতে যেমন বর্ণনা দিয়েছিল, জেরোম ভিগনোলের মুখে সত্যি একটি শক্তিমান পুরুষের আভাষ। কোন রকম অস্বস্তির ভাব নেই, আছে সংকল্প ও কঠোর ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। নাতালি ছোটখাট ও ক্ষীণতনু, চোখ দুটি অস্থির, তবে শান্ত আত্মবিশ্বাসে ভরা।

এলোমেলো ছড়ানো আসবাবপত্র ও সংঘর্ষের চিহ্নগুলি দেখে ডেপুটি নাতালিকে বসতে বলল আর জেরোমকে বলল:

"মঁসিয়ে, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে বেশী প্রশ্ন করি নি। এটা একটা সংক্ষিপ্ত তদন্তমাত্র, বিচারকারী-ম্যাজিস্ট্রেট পরে এ কাজের ভার নেবেন। আপনার বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর অভিযোগ

www.BanglaBook.org

আনা হয়েছে সেগুলো খণ্ডন করার সুযোগ আপনাকে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং প্রকৃত সত্যটা খুলে বলুন।"

জেরোম উত্তর দিল, "মিঃ ডেপুটি, আলোচ্য অভিযোগগুলো নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। ঘটনাচক্রে যে মিথ্যার স্তূপ আমার বিরুদ্ধে জমে উঠেছে আপনার প্রার্থিত সত্যই তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করবে। সে সত্য এই।"

সে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপর পরিষ্কার সহজ গলায় বলতে লাগল :

"আমি মাদাম দ গোর্গেকে ভালবাসি। প্রথম সাক্ষাতেই তার প্রতি প্রবল সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু আমার অনুরাগ সর্বদা তার সুখের চিন্তার দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। আমি তাকে ভালবাসি, সম্মান করি তার চাইতে বেশী। মাদাম দ গোর্গে আপনাকে অবশ্যই বলেছেন, আমিও আবার বলছি, গত রাতেই প্রথম আমাদের দু'জনের মধ্যে সামান্য বাক্য-বিনিময় হয়েছে।"

গলাটা আরও নামিয়ে সে বলতে লাগল :

"তাকে আরও বেশী শ্রদ্ধা করি কারণ সে বড় দুঃখী। সারা বিশ্ব জানে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই সে এক অকারণ যন্ত্রণার শিকার। তার স্বামী তাকে নির্যাতন করেছে হিংস্র বিদ্বেষ ও উন্মাদ ঈর্ষায়। ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করুন। তারাই আপনাকে বলবে নাতালি দ গোর্গের দীর্ঘ যন্ত্রণার কথা, যে সব আঘাত সে পেয়েছে আর যে সব অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছে তার কথা। সে নির্যাতনকে আমি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম আবেদন-নিবেদনের পথে—যে আবেদনের অধিকার একজন অপরিচিত মানুষও দাবী করতে পারে যখন দুঃখ ও অন্যায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনবার আমি বৃদ্ধ দ গোর্গের কাছে গিয়েছি, এ ব্যাপারে তাকে হস্তক্ষেপ করতে প্রার্থনা জানিয়েছি। কিন্তু তার মধ্যেও আমি দেখেছি পুত্র-বধূর প্রতি সেই একই বিদ্বেষ যা অনেকেই পোষণ করে থাকে সুন্দর ও মহৎ কিছুর প্রতি। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথেই নামব, আর কাল রাতেই ম্যাথিয়াস দ গোর্গের সম্পর্কে এমন একটা ব্যবস্থা নিলাম যেটা, আমি স্বীকার করছি, কিছুটা অস্বাভাবিক, কিন্তু লোকটির চরিত্রের কথা ভেবেই আমার মনে হয়েছিল যে ব্যবস্থাটা কার্যকরী হবে। মিঃ ডেপুটি, আমি শপথ করে বলছি, ম্যাথিয়াস দ গোর্গের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তার জীবনের এমন কিছু তথ্য আমি জানতে পারলাম যার সাহায্যে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা সহজ হবে বুঝেই আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই সুবিধাটাকেও আমি কাজে লাগাতে চাইলাম। ঘটনা-চক্র যদি অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে থাকে, তার সব দোষটাই কিন্তু আমার নয়।··· যাই হোক, ন'টার কিছু আগেই আমি সেখানে গেলাম। জানতাম, তখন চাকর-বাকর কেউ বাড়িতে ছিল না। সে নিজেই দরজা খুলল। সে তখন একা।"

তাকে বাধা দিয়ে ডেপুটি বলল, "মঁসিয়ে, আপনি এমন কিছু বলছেন—মাদাম দ গোর্গেও এইমাত্র বললেন—যা স্পষ্টই সত্যের বিপরীত। ম্যাথিয়াস দ গোর্গে গতকাল রাত এগারোটার আগে বাড়িতেই ফেরেন নি। তার দুটো নির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে : এক, তার বাবার সাক্ষ্য

www.BanglaBook.org

এবং দুই বরফের উপর তার পায়ের ছাপ পড়েছিল সোয়া ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে।"

তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে জেরোম ভিগনোল বলতে লাগল, "মিঃ ডেপুটি, আমি বলছি আসলে যা ঘটেছিল, তার কি ব্যাখ্যা হতে পারে সেটা নয়। কিন্তু যা বলছিলাম, আমি যখন এই ঘরে ঢুকলাম তখন ওই ঘড়িটাতে ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। তাকে কেউ আক্রমণ করতে পারে এই বিশ্বাসে মঁসিয়ে দ গোর্গে তার বন্দুকটা নিয়েই নীচে নেমেছিলেন। আমার রিভলবারটাকে টেবিলের উপর রাখলাম, আমার হাতের বাইরে; তারপর বসে বললাম: "আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই মঁসিয়ে, দয়া করে শুনুন।" তিনি নড়লেনও না, একটা কথাও বললেন না। কাজেই আমিই বললাম: "আপনার আর্থিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে আমাকে বেশ কয়েক মাস সময় নষ্ট করতে হয়েছে। আপনার জমিজমার প্রতিটি ফুট আপনি বন্ধক রেখেছেন। আপনি যে সব বিলে স্বাক্ষর করেছেন অচিরেই তার টাকা শোধ করার সময় হয়ে যাবে, আর আপনি তা করতে পারবেন না। আপনার বাবার কাছ থেকেও কোন টাকা-পয়সা আপনি আশা করতে পারেন না। কারণ তার নিজের অবস্থাই এখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। অতএব আপনার সর্বনাশ আসন্ন। আমি আপনাকে বাঁচাতে এসেছি"··· তিনি আমাকে এক দৃষ্টিতে দেখছেন, কিন্তু তখনও কোন কথাই বলছেন না। তখন পকেট থেকে একতাড়া ব্যাংকনোট বের করে তার সামনে রেখে বললাম: "এখানে ষাট হাজার ফ্রাঁ আছে মঁসিয়ে। মনয়র-অ-পুইৎস, তার জমি-জমা, এবং সব রকম দায় আমি কিনে নেব, আর বন্ধকগুলিও খালাস করব। টাকার যে অংকটা বললাম আপনার সম্পত্তির মূল্যের সেটা ঠিক দ্বিগুণ"···দেখলাম, তার চোখ দুটি চিক-চিক করছে। তিনি আমার শর্ত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "মাত্র একটি শর্ত—আপনি আমেরিকা চলে যান"···মিঃ ডেপুটি, দুই ঘণ্টা ধরে আমরা আলোচনা করলাম। আমার প্রস্তাবে যে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন তা নয়, কিন্তু তিনি আরও বেশী চাইলেন, লোভীর মত দরাদরি শুরু করলেন, যদিও মাদাম দ গোর্গের কথা একবারও উল্লেখ করলেন না, আর আমিও তার কথা তুললাম না। শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে আমি একটা মীমাংসা-সূত্র মেনে নিলাম এবং সেই মুহূর্তে সেখানেই সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে চাইলাম। আমাদের মধ্যে দুটো পত্র-বিনিময় হল: একটাতে আমার দেওয়া অর্থের বিনিময়ে তিনি মনয়র-অ-পুইৎস-কে আমার হাতে তুলে দিলেন; এবং অপর চিঠির শর্ত হল, যেদিন বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি ঘোষিত হবে সেই দিনই সমপরিমাণ টাকা আমি তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। দ্বিতীয় চিঠিটাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পকেটস্থ করলেন।···এতএব ব্যাপারটা মিটে গেল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সেই মুহূর্তে তিনি সরল বিশ্বাসের সঙ্গেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন একজন শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নয়, তার একজন শুভার্থীরূপেই। এমন কি ছোট দরজার চাবিটা পর্যন্ত তিনি আমাকে দিলেন যাতে মাঠের দিককার ফটক খুলে আমি সোজা পথে বাড়ি ফিরে যেতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার টুপি ও গ্রেট-কোটটা তুলে নেবার সময় যে বিক্রির দলিলটাতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন সেটাকেও টেবিল থেকে তুলে নিতে আমি ভুলে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে ম্যাথিয়াস দ গোর্গের চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার সেই

www.BanglaBook.org

ভুলের কতটা সুবিধা তিনি নিতে পারবেন তার ছবিটা ; সম্পত্তিও তারই থাকবে, স্ত্রীও তারই থাকবে···· আবার টাকাটাও থেকে যাবে। বিদ্যুৎগতিতে তিনি কাগজটা তুলে নিলেন, বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলেন, বন্দুকটাকে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, এবং দুই হাত দিয়ে আমার গলাটা টিপে ধরলেন। কিন্তু তার হিসাবে ভুল হয়েছিল। সে দ্বৈতযুদ্ধে আমিই ছিলাম অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ ; অল্প কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পরেই আমি তাকে কাবু করে ফেললাম. ঘরের কোণে একটা দড়ি দেখতে পেয়ে সেটা দিয়েই তাকে বেঁধে ফেললাম।·····মিঃ ডেপুটি, আমার শত্রুপক্ষ যদি হঠাৎই সিদ্ধান্তটি নিয়ে থাকেন, তাহলে আমার সিদ্ধান্তও ক্ষিপ্রতায় কিছু কম ছিল না। যেহেতু কথাবার্তা সবই হয়ে গিয়েছিল, আর তিনিও সেটা মেনে নিয়েছিলেন, সেই মত কাজ করতে আমি তাকে বাধ্য করব, অন্ততঃ আমার নিজের স্বার্থের জন্য যতটা দরকার। কয়েক ধাপ উঠেই দোতলায় পৌঁছে গেলাম।·····মাদাম দ গোর্ণে সেখানেই আছেন এবং আমাদের সব কথাই শুনেছেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। পকেট-টর্চের সুইচ টিপে তিনটে শোবার ঘরেই খোঁজ করলাম। চতুর্থ শোবার ঘরটা তালাবন্ধ ছিল। দরজায় টোকা দিলাম। কোন সাড়া পেলাম না। এই সব মুহূর্তে মানুষ কোন বাধাই মানে না। একটা ঘরে হাতুড়ি দেখেছিলাম। সেটা এনে দরজাটা ভেঙে ফেললাম।·····হ্যাঁ নাতালি মেঝেতে পড়ে আছে, অসার, অচৈতন্য। তাকে কোলে তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে বরফ চোখে পড়তেই বুঝতে পারলাম, আমার পায়ের ছাপ সহজেই অনুসরণ করা যাবে। কিন্তু তাতে কি যায়-আসে? ম্যাথিয়াস দ গোর্ণেকে রেহাই দেবার কি কোন কারণ ছিল? মোটেই না। তখন তার হাতে নগদ ষাট হাজার ফ্রাঁ, সেই সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের দিনেই সমপরিমাণ অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতি-পত্রখানিও তার পকেটে, তার বাড়ি ও ভূসম্পত্তির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নাতালি দ গোর্ণেকে আমার কাছে রেখে সে অনায়াসেই চলে যাবে। সুতরাং ম্যাথিয়াস দ গোর্ণের দিক থেকে আর কোনরকম আক্রমণের আশংকা আমার ছিল না। আমার বরং ভয় ছিল তার স্ত্রীর ক্ষুব্ধ তিরস্কারের। সে যখন বুঝতে পারবে যে সে আমার হাতে বন্দিনী, তখন সে কি বলবে?·····মাদাম দ গোর্ণে যে আমাকে তিরস্কার করে নি তারও কারণ ছিল। ভালবাসা থেকেই ভালবাসার জন্ম হয়। সেই রাতে আমার বাড়িতে আবেগক্ষুব্ধ স্বরে সে আমাকে জানিয়েছিল তার মনের কথা। আমি যেমন তাকে ভালবাসতাম, তেমনই সেও আমাকে ভালবাসত। সেই থেকে আমাদের ভাগ্যেরও মিলন ঘটল। আজ সকাল পাঁচটার সময় সে ও আমি একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম·····তখন মুহূর্তের জন্যও বুঝি নি যে আমরাও আইনের অধীন।"

জেরোম ভিগনোলের কাহিনী শেষ হল। সব কথাই সে গ্রামোফোনের রীলের মত সরাসরি বলে গেল, যেন একটা মুখস্ত-করা গল্প বলল।

কিছুক্ষণ সব চুপ ; কেবল হর্তেন্সে চুপি চুপি বলল :

"এ সবই সম্পূর্ণ সম্ভব ও খুবই যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।"

"অনেক আপত্তি উঠতে পারে", রেনিন বলল। "সেগুলো শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সেগুলিও

www.BanglaBook.org

গুরুতর। বিশেষ করে একটি…"

ডেপুটি-প্রোকিউরেটর সঙ্গে সঙ্গে সেটা জানাল :

"আর মঁসিয়ে দ গোর্ণের কি হল ?"

"ম্যাথিয়াস দ গোর্ণে ?" জেরোম প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে যে সব ঘটনা আপনি বললেন সেগুলি মেনে নিতে আমি খুবই রাজি। দুর্ভাগ্যবশত একটা গুরুতর বিষয় আপনি একেবারেই ভুলে গেছেন : ম্যাথিয়াস গোর্ণের কি হল ? আপনি তাকে এখানে, এই ঘরে বেঁধে রাখলেন, আর আজ সকালেই তিনি হাওয়া হয়ে গেলেন ?"

"অবশ্যই তাই মিঃ ডেপুটি ; ম্যাথিয়াস দ গোর্ণে শেষ পর্যন্ত লেন-দেনের সবকিছু মেনে নিলেন এবং চলে গেলেন।"

"কোন্ পথে ?"

"নিঃসন্দেহে যে পথটা তার পিতৃগৃহের দিকে চলে গেছে।"

"তার পায়ের ছাপ কোথায় গেল ? বরফ তো নিরপেক্ষ সাক্ষী। তার সঙ্গে সংঘর্ষের পরে আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বরফের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? তিনি এলেন, কিন্তু আবার চলেও গেলেন না তো কোথায় তিনি ? তার তো কোন চিহ্নই নেই।…… অথবা হয়তো……"

ডেপুটি গলা নামিয়ে বলল :

"অথবা হয়তো, হ্যাঁ, কুয়োটার দিকে যাবার পথে এবং কুয়োটার চারধারে কিছু চিহ্ন আছে…. যে চিহ্নগুলিই প্রমাণ করে যে শেষ লড়াইটা সেখানেই হয়েছিল……এবং তারপরে আর কিছু নেই…… কোন কিছুও না…."

জেরোম কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বলল, "এ কথাগুলি তো আপনি আগেও বলেছেন মিঃ ডেপুটি ; এর অর্থ তো আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই।"

"আপনার রিভলবারটা কুয়োর পনেরো গজের মধ্যেই কুড়িয়ে পাওয়া গেছে—এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে ?"

"না।"

"অথবা রাতে শোনা তিনটে গুলির শব্দ এবং আপনার রিভলবারের তিনটে কার্তুজ খুঁজে না পাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র যোগাযোগ রয়েছে সে বিষয়ে ?"

"না মিঃ ডেপুটি, আপনি যেমন বলছেন কুয়োর ধারে সেরকম কোন সংঘর্ষ মোটেই হয় নি, কারণ মঁসিয়ে দ গোর্ণেকে বেঁধে আমি এই ঘরেই রেখে গিয়েছিলাম এবং রিভলবারটাও এখানেই ফেলে গিয়েছিলাম। অপর দিকে, গুলির শব্দ যদি কেউ শুনে থাকে সে গুলি আমি করি নি।"

"সুতরাং যোগাযোগটা আকস্মিক ?"

www.BanglaBook.org

"সেটা ব্যাখ্যা করার দায় পুলিশের। আমার একমাত্র কর্তব্য সত্য কথাটা বলা ; আমাকে আর কোন প্রশ্ন করার এক্তিয়ার আপনার নেই।"

"আর প্রাপ্ত ঘটনার সঙ্গে যদি প্রকৃত সত্যের বিরোধ ঘটে ?"

"তাহলে বুঝতে হবে ঘটনাগুলিই ভুল, মিঃ ডেপুটি।"

"সেটা আপনি বুঝবেন। কিন্তু পুলিশ যতদিন ঘটনাবলীকে আপনার বিবৃতির সঙ্গে মেলাতে না পারবে ততদিন, বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আটক রাখতে আমি বাধ্য।"

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে জেরোম শুধাল, "আর মাদাম দ গোর্ণে ?"

ডেপুটি কোন জবাব দিল না। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কিছু কথা বলে একজন গোয়েন্দাকে ইসারায় ডেকে দুটো মোটর গাড়ির একটাকে আনতে বলল। তারপর নাতালির দিকে ঘুরে বলল :

"মাদাম, মঁসিয়ে ভিগনোলের সাক্ষ্য আপনি শুনলেন। সেটা অক্ষরে অক্ষরে আপনার সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মঁসিয়ে ভিগনোল বলেছেন, তিনি যখন আপনাকে তুলে নিয়ে যান তখন আপনি মূর্ছা গিয়েছিলেন। আপনি কি সারাটা পথই মূর্ছিত হয়ে ছিলেন ?"

মনে হল, জেরোমের সংযত আচরণ মাদাম দ গোর্ণের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে উত্তর দিল, "পল্লী-ভবনে পৌঁছনোর আগে আমার জ্ঞান ফেরে নি মঁসিয়ে।"

"এটা খুবই অদ্ভুত। যে তিনটে গুলির শব্দ গ্রামের প্রায় সকলেই শুনতে পেল সেটা আপনি শুনতে পেলেন না ?"

"আমি শুনতে পাই নি।"

"কুয়োর ধারে যা ঘটল তাও কি দেখেন নি ?"

"কিছুই ঘটে নি। মঁসিয়ে ভিগনোল সে কথা আপনাকে বলেছেন।"

"তাহলে আপনার স্বামীর কি হল ?"

"আমি জানি না।"

"শুনুন মাদাম, আপনাকে আইনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের সাহায্য করতে হবে। অন্তত আপনি যা জানেন সেটাই বলুন। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, হয়তো মঁসিয়ে দ গোর্ণে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন এবং মদের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, তাই শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে তিনি কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন—কি বলেন ?"

"আমার স্বামী যখন তার বাবার সঙ্গে দেখা করে এল তখন সে মোটেই নেশাগ্রস্ত ছিল না।"

"অথচ তার বাবা বলেছেন যে তিনি নেশা করেছিলেন। বাবা ও ছেলেতে মিলে দু-তিন বোতল মদ খেয়েছিলেন।"

"তার বাবা ঠিক কথা বলেন নি।"

www.BanglaBook.org

ডেপুটি বিরক্ত গলায় বলল, "কিন্তু বরফ তো সত্যটাই বলে মাদাম। পায়ের ছাপগুলো এদিক-ওদিকে এঁকে-বেঁকে এগিয়েছে।"

"আমার স্বামী তো এসেছিল সাড়ে আটটার সময়, বরফ পড়া শুরু হবার আগে।"

ডেপুটি টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে বলল :

"কিন্তু মাদাম, আপনি কিন্তু আপনার সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন।··· ঐ বরফের চাদরটা তো মিথ্যা বলে না! যেসব কথা প্রমাণ করা যায় না আপনি সেগুলো অস্বীকার করলে তা আমি মেনে নিতে পারি। কিন্তু বরফের উপরে ঐ পায়ের চিহ্নগুলো ··· বরফের উপর···"

ডেপুটি নিজেকে সংযত করে নিল।

মোটর-গাড়িটা এসে জানালার বাইরে দাঁড়াল। হঠাৎ কি স্থির করে ডেপুটি নাতালিকে বলল, "দেখুন মাদাম, কর্তৃপক্ষের হেপাজতে এখানে, এই জমিদার-বাড়িতেই আপনি দয়া করে থাকবেন···"

আর সার্জেণ্টকে ইসারায় বুঝিয়ে দিল, জেরোম ভিগনোলকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হোক।

প্রেমিক-প্রেমিকার খেলা-ঘর ভেঙে গেল। মিলন দূর অস্ত, পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে থেকে এখন তাদের লড়তে হবে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগের বিরুদ্ধে।

জেরোম এক পা এগিয়ে নাতালির কাছে গেল। দুজনের মধ্যে দীর্ঘ কিছু দৃষ্টি-বিনিময় হল। তারপর নাতালির সম্মুখে মাথাটা নুইয়ে সশস্ত্র পুলিশের সার্জেণ্টের পিছনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"হুট!" উচ্চৈঃস্বরে কে যেন বলে উঠল। "সার্জেণ্ট, ঘুরে দাঁড়ান! জেরোম ভিগনোল, আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন!"

ক্ষুব্ধ ডেপুটি মাথাটা তুলল; উপস্থিত অন্য সকলেও। কণ্ঠস্বরটা এসেছিল সিলিং-এর দিক থেকে। গোলাকার ছোট জানালাটা খোলাই ছিল; তার ভিতর দিয়ে ঝুঁকে রেনিন দুই হাত নেড়ে বলে উঠল :

"আমার বক্তব্যটা শোনা হোক! ··· আমার কিছু বলার আছে··· বিশেষ করে আঁকা-বাঁকা পায়ের চিহ্নগুলো প্রসঙ্গে!··· সব কিছু তো সেখানেই রয়েছে।—ম্যাথিয়াস মদ খান নি! ···"

রেনিন ঘুরে দাঁড়াল; খোলা জানালা দিয়ে পা দুটো বাড়িয়ে দিল; হতেঁস তাকে বাধা দিতে গেলে তাকে বলল :

"একদম নড়বেন না··· কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।"

হাত ছেড়ে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে নেমে পড়ল।

ডেপুটি তো হতবাক :

"কিন্তু, সত্যি মঁসিয়ে, আপনি কে? আপনি কোথা থেকে এলেন?"

পোশাকের ধুলো ঝেড়ে রেনিন জবাব দিল :

"ক্ষমা করবেন মিঃ ডেপুটি। অন্য সকলের পথেই আমার আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমার

www.BanglaBook.org

খুব তাড়াতাড়ি ছিল। তাছাড়া সিলিং থেকে না নেমে আমি যদি দরজা দিয়ে ঢুকতাম তাহলে আমার কথাগুলি এতটা গুরুত্ব পেত না।"

ক্রুদ্ধ ডেপুটি তার মুখোমুখি হয়ে বলল, "কে আপনি?"

"প্রিন্স রোনিন। আজ সকালে সার্জেন্ট যখন তদন্তের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন আমি তার সঙ্গেই ছিলাম, তাই না সার্জেন্ট? তখন থেকেই আমি প্রকৃত তথ্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেইজন্যেই শুনানির সময় হাজির থাকতে একটা ছোট ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।"

"আপনি ওখানেই ছিলেন? আপনার এতদূর স্পর্ধা?"

"সত্য যখন বিপন্ন হয় তখনই স্পর্ধা দেখাবার সময় আসে। আমি যদি ওখানে না থাকতাম তাহলে সেই ছোট্ট সূত্রটাই পেতাম না যেটা আমি খুঁজছিলাম। আমি কোনমতেই জানতে পারতাম না যে ম্যাথিয়াস দ গোর্পে মোটেই মাতাল ছিলেন না। আর সেটাই তো এই গোলকধাঁধার চাবি-কাঠি। যখনই সেটা জানতে পারলাম, তখনই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।"

তখন ডেপুটির অবস্থাটি বড়ই হাস্যকর। যেহেতু তদন্তকার্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সে ব্যর্থ হয়েছে, এখন তার পক্ষে এই অনধিকার প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়াও শক্ত। সে খেঁকিয়ে উঠল:

"এ সব কথা থাক। আপনি কি চান?"

"কয়েক মিনিটের জন্য আপনার একটু নেকনজর।"

"উদ্দেশ্য?"

"মঁসিয়ে ভিগনোল ও মাদাম দ গোর্পে যে নির্দোষ সেটা প্রমাণ করা।"

একটা নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি যখন তার উপরেই নির্ভর করে তখন কর্মক্ষেত্রে তার মুখের যে নির্বিকার দৃষ্টিটাই তার বৈশিষ্ট্য সেই শান্ত ভাবটাই এখন ফুটে উঠেছে তার মুখে। হর্তেন্সের বুকের মধ্যে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল; সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জাগল পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়।

গভীর আবেগে সে ভাবল, "ওরা বেঁচে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম তরুণীটিকে বাঁচাতে; তিনি ওদের বাঁচিয়ে দিচ্ছেন কারাগার ও হতাশার হাত থেকে।"

জিরোম ও নাতালির মনেও নিশ্চয় সেই একই অপ্রত্যাশিত আশা জেগে উঠেছে। কারণ তারা পরস্পরের আরও কাছাকাছি হল, যেন আকাশ থেকে নেমে-আসা এই আগন্তুক পরস্পরের পানি-পীড়নের অধিকারটি তাদের দান করেছে।

ডেপুটি দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "যথাসময়ে বাদীপক্ষের উকিলই তাদের নির্দোষিতার প্রমাণের জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেবেন। তখন আপনাকেও ডাকা হবে।"

"সেটা এখানে এবং এখনই প্রমাণিত হলেই ভাল হয়। বিলম্বে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।"

"এখন আমার কাজের তাড়া আছে।"

www.BanglaBook.org

"দু-তিন মিনিট সময় লাগবে।"

"এ রকম একটা ব্যাপার বোঝাতে মাত্র দু-তিন মিনিট!"

"তার বেশী নয়, আমি কথা দিচ্ছি।"

ডেপুটি বুঝল, এ লোকের হাত থেকে সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে না। একটু ঠাট্টা করেই প্রশ্ন করল, "আপনি কি বলতে পারেন ঠিক এই মুহূর্তে মঁসিয়ে ম্যাথিয়াস দ গোর্গে কোথায় আছেন?"

নিজের ঘড়িটা বের করে লেনিন জবাব দিল:

"প্যারিসে, মিঃ ডেপুটি।"

"প্যারিসে? তাহলে বেঁচে আছেন?"

"বেঁচে তো আছেনই, আর বহাল তবিয়তেই আছেন।"

"শুনে খুশি হলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে কুয়োর চারধারের পায়ের চিহ্ন, সেই রিভলবারের উপস্থিতি এবং তিনটে গলির শব্দের অর্থ কি?"

"বাজে ধাপ্পা মাত্র।"

"সত্যি? এ ধাপ্পা কার মাথা থেকে এল?"

"স্বয়ং ম্যাথিয়াস দ গোর্গের!"

"আশ্চর্য! কিন্তু তার উদ্দেশ্য?"

"নিজেকে মৃত বলে চালানো এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা যাতে মঁসিয়ে ভিগনোল একটা মৃত্যু ঘটানোর অর্থাৎ খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।"

"ফন্দিটা সুকৌশলে উদ্ভাবিত", ডেপুটি সেটা মেনে নিল; তবু ব্যঙ্গের সুরে বলল, "আপনার কি মনে হয় মঁসিয়ে ভিগনোল?"

"এ রকম একটা ফন্দির কথা আমার মাথায়ও ঝিলিক দিয়েছিল মিঃ ডেপুটি", জেরোম উত্তর দিল। এটা খুবই সম্ভব যে আমাদের সংঘর্ষের পরে এবং আমি চলে যাবার পরে ম্যাথিয়াস দ গোর্গে এমন একটা নতুন ফন্দি আঁটলেন যার সাহায্যে তার বিদ্বেষটা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হবে। তিনি তার স্ত্রীকে ভালবাসতেন আবার ঘৃণাও করতেন। আমার প্রতি তার ঘৃণা ছিল প্রচণ্ড। এটাই হত তার প্রতিহিংসাসাধন।"

"এভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে তো তাকে বড় বেশী মূল্য দিতে হত, কারণ আপনার কথা অনুসারে ম্যাথিয়াস দ গোর্গেরই তো আপনার কাছ থেকে অপর কিস্তির ষাট হাজার ফ্রাঁ পাবার কথা।"

"মিঃ ডেপুটি, আর তিন মাসের মধ্যেই সে টাকাটা পেয়ে যেত। দ গোর্গে পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর করতে গিয়ে জেনেছি যে পিতা-পুত্র দুজনে যুগ্মভাবে একটা জীবন-বীমার পলিসি করেছিলেন। ছেলের মৃত্যু হলে, অথবা মৃত বলে ঘোষিত হলে, জীবন-বীমার অর্থটা ছেলের পক্ষে বাবাই পেয়ে যেতেন।"

www.BanglaBook.org

ডেপুটি হেসে বলল, "আপনি কি বলতে চান এই সব ধাপ্পাবাজির আপনার ভাষায়—ক্ষেত্রে বৃদ্ধ মঁসিয়ে দ গোর্গে তার ছেলের দুষ্কর্মের সহচর হতে।?"

রেনিন চটপট জবাব দিল, "ঠিক তাই। বাবা ও ছেলে একই দুষ্কর্মের অংশীদার।"

"তাহলে তো ছেলেকে বাবার কাছেই পেয়ে যাবার কথা।"

"গতকাল রাত্রে হলে পেতেন।"

"তারপর সে কোথায় গেল?"

"পম্পিগনোতে ট্রেন ধরল।"

"সেটা তো অনুমান মাত্র।"

"না, একেবারে নিশ্চিত ঘটনা।"

"নীতিগতভাবে হতে পারে, কিন্তু তার যে কোন প্রমাণ নেই সেটা তো আপনিও স্বীকার করবেন।"

ডেপুটি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। তার ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গেছে। টুপিটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সাক্ষাৎকারের ইতি টানতে বলল, "আর সবচাইতে বড় কথা....আপনি এতক্ষণ যা বললেন তার মধ্যে এমন কিছুমাত্র নেই যা দিয়ে ঐ নির্মম সাক্ষী, ঐ বরফের সাক্ষ্যকে খণ্ডন করা যায়। তার বাবার কাছে যেতে হলে ম্যাথিয়াস দ গোর্গেকে এ বাড়ি থেকে তো চলে যেতেই হবে। সে কোন পথে গেছে?"

"বাজে কথা ছাড়ুন তো, মঁসিয়ে ভিগনাল তো বলেই দিয়েছেন: যে পথে এখান থেকে তার বাবার বাড়িতে যাওয়া যায়!"

"বরফে তো কোন পায়ের চিহ্নই নেই।"

"হ্যাঁ, আছে।"

"কিন্তু সেগুলি তো এখানে আসার চিহ্ন, এখান থেকে চলে যাবার চিহ্ন নয়।"

"একই কথা।"

"কী?"

"অবশ্যই তাই। হাঁটার তো একাধিক ধরন থাকতে পারে। সব সময়ই মানুষ একই দিকে নাক-বরাবর এগিয়ে চলে না।"

"আবার অন্য কি ভাবে এগিয়ে চলা যায়?"

"পিছন দিকে হেঁটে মিঃ ডেপুটি।"

"সামান্য কয়েকটি কথা, খুব সরলভাবে বলা, কিন্তু তার ফলে ঘরে নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা। উপস্থিত সকলেই কথাগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ধরতে পারল, এবং প্রকৃত ঘটনাবলীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ ঝলকের মত দুর্ভেদ্য সত্যকে দেখতে পেল, আর অকস্মাৎ সেটাকেই মনে হল অপরাধের সবচাইতে স্বাভাবিক ঘটনা।

www.BanglaBook.org

রেনিন তখনও তার যুক্তি নিয়েই আছে। পিছনে পা ফেলে জানালার দিকে পিছু হটতে হটতে সে বলল :

"ওই জানালাটার কাছে যেতে হলে আমি অবশ্য সোজা ওখানে হেঁটে যেতে পারি ; কিন্তু খুব সহজেই জানালার দিকে পিঠ রেখে সেদিকে হাঁটতে পারি। উভয় ক্ষেত্রেই আমি কিন্তু একই লক্ষ্যে পেঁছে যাচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে সে জোর গলায় বলতে শুরু করল :

"সব কিছুর সারাংশ মাত্র এইটুকু। সাড়ে আটটার সময় বরফ পড়ার আগেই মঁসিয়ে দ গোর্ণে বাবার বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে এলেন। মঁসিয়ে ভিগনোল এলেন বিশ মিনিট পরে। সেখানে দীর্ঘ আলোচনা ও একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল, তাতে সব মিলিয়ে সময় লাগল তিন ঘণ্টা। তাহলে মঁসিয়ে ভিগনোল মাদাম দ গোর্ণেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার পরে ম্যাথিয়াস দ গোর্ণে মুখে লালা ঝরিয়ে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে হঠাৎই অত্যন্ত ভয়ংকর এক প্রতিশোধ নেবার সুযোগ হাতে পেয়ে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সেই বরফপাতকেই শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার ফন্দিটা কাজে লাগাতে চাইল যার সাক্ষীর উপরেই আপনি এখন ভরসা করছেন। সুতরাং নিজের খুনের অথবা খুনের আদল সৃষ্টির এবং কুয়োর মধ্যে পড়ে যাবার একটা মতলব সে মনে মনে আঁটে এবং তার পাছে পিছন ফিরে এক পা এক পা করে হাঁটতে থাকে, আর একটা সাদা পাতার উপর আঁকা হয়ে যায় প্রস্থানের পরিবর্তে প্রবেশের দলিল।"

ডেপুটি এবার আর মুখ বাঁকাল না। এই পাগলাটে স্বভাবের অনধিকার চর্চাকারী মানুষটাকে যথেষ্ট মনোযোগ পাবার যোগ্য একটি ব্যক্তিত্ব বলেই মনে হল ; তাকে নিয়ে আর হাসি-ঠাট্টা করা চলে না। সে প্রশ্ন করল :

"তাহলে সে তার বাবার বাড়িতে ফিরে গেল কেমন করে ?"

"খুব সহজে, একটা এক-ঘোড়ার ছোট গাড়িতে চেপে।"

"সেটার চালক কে ছিল ?"

"স্বয়ং পিতৃদেব। আজ সকালেই সার্জেণ্ট ও আমি গাড়িটাকে দেখেছি, বাবার সঙ্গে কথাও বলেছি ; তিনি তখন যথারীতি বাজারে যাচ্ছিলেন। ছেলেটিকে চাঁদোয়ার তলায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পল্পিগনাত স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে তিনি এতক্ষণে প্যারিস পেঁছে গেছেন।

রেনিনের ব্যাখ্যায় পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগল না। অথচ যে রহস্যটি নিয়ে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিল তার মধ্যে একটা গিঁটও আর অবশিষ্ট রইল না। অন্ধকার অপসারিত হল। প্রকাশ পেল পূর্ণ সত্য।

মাদাম দ গোর্ণে আনন্দে চোখের জল ফেললেন ; যে প্রতিভাবান লোকটি তার যাদু-দণ্ডের ছোঁয়ায় ঘটনার স্রোতকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে প্রবাহিত করে দিল তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল জেরোম ভিগনোল।

www.BanglaBook.org

রেনিন বলল, "মিঃ ডেপুটি, আমরা কি একসঙ্গে পায়ের চিহ্নগুলিকে পরীক্ষা করব? তাতে আপনি কিছু মনে করবেন কি? আজ সকালে সার্জেণ্ট ও আমি একটা ভুল করেছি। কেবল খুনী বলে অভিযুক্ত মানুষটির পায়ের চিহ্নগুলির খোঁজই আমরা করেছি; ম্যাথিয়াস দ গোর্ণের পায়ের চিহ্নের খোঁজই করি নি। অথচ সমস্ত ব্যাপারটার আসল রহস্য তো সেখানেই ছিল।"

তারা বাগানে ঢুকে কুয়োর কাছে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল যে অনেকগুলি পদ-চিহ্নই অদ্ভুত, দ্বিধাগ্রস্ত, গোড়ালি ও আঙুলের কাছে বেশী গভীর এবং কৌণিক বিচারে একটার থেকে আরেকটা ভিন্ন।

রেনিন বলল, "পায়ের চিহ্নের এই বিশৃংখলাটা অপরিহার্যই ছিল; আসলে এটা দেখেই হঠাৎ আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। মাদাম দ গোর্ণ যখনই বললেন যে তার স্বামী মোটেই মাতাল ছিল না, তখনই পায়ের চিহ্নের এই বেহালের কথাটা ভাবতে গিয়েই আসল সত্যটা আমার মাথায় ঢুকল।"

ডেপুটি এবার নিজের কাজকর্মের কথা ভেবে হেসে উঠে বলল, "নকল মৃতদেহটার খোঁজে গোয়েন্দা পাঠানো ছাড়া এ ব্যাপারে আর তো কিছু করার নেই।"

"কিন্তু অভিযোগটা কি মিঃ ডেপুটি?" রেনিন প্রশ্ন করল। "ম্যাথিয়াস দ গোর্ণ তো আইনের চোখে কোন অপরাধই করেন নি। একটা কুয়োর চারপাশে হেঁটে বেড়ানো, অথবের একটা রিভলবারের স্থান পরিবর্তন করা, তিনটে গুলি ছোঁড়া, অথবা বাবার গাড়ির দিকে পিছন ফিরে হেঁটে যাওয়া—এর কোনটাই তো ফৌজদারী অপরাধের মধ্যে পড়ে না। তার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? ছয় হাজার ফ্রাঁ? আমার তো ধারণা মঁসিয়ে ভিগনাল সেটা চান না এবং তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করার ইচ্ছাও তার নেই।"

"নিশ্চয়ই নেই," জেরোম বলল।

"তাহলে? জীবিত পক্ষের দিক থেকে জীবন-বীমার ব্যাপারটা? কিন্তু বাবা যতক্ষণ সে টাকাটা দাবী না করছেন ততক্ষণ তো সেটাকে অন্যায় আচরণ বলা যাবে না। আর সে কাজটি যদি তিনি করেন তাহলেই আমি সব চাইতে আশ্চর্য হব···আরে, এই তো বৃদ্ধ নিজেই এসে হাজির হয়েছেন! অচিরেই আপনারা সব জানতে পারবেন।"

বুড়ো দ গোর্ণ নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করতে করতে হেঁটে আসছে। তার সহজ, সরল মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলিতেই ফুটে উঠেছে দুঃখ ও রাগ।

সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "কোথায় আমার ছেলে? মনে হচ্ছে জানোয়ারটা তাকে খুন করেছে। আমার ম্যাথিয়াস মারা গেছে! ওঃ, কত বড় শয়তান সেই ভিগনাল!"

জেরোমকে লক্ষ্য করে সে ঘুষি তুলল।

ডেপুটি তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে মঁসিয়ে গোর্ণ। একটা জীবন-বীমার ব্যাপারে আপনার প্রাপ্যটা দাবী করার ইচ্ছা কি আপনার আছে?"

"বটে, আপনারা কি মনে করেন?" বুড়ো বলল।

www.BanglaBook.org

"ঘটনাটা এই আপনার ছেলে মারা যায় নি। লোকে এ কথাও বলেছে যে তার এই সব ফন্দিবাজির আপনিও নাকি একজন অংশীদার ছিলেন এবং আপনার গাড়ির চাঁদোয়ার তলায় লুকিয়ে নিয়ে আপনিই গাড়ি চালিয়ে তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছেন।"

বুড়ো মাটিতে থু-থু ফেলল, শপথ নেবার ভঙ্গীতে হাতটা বাড়াল, এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, আর তারপরেই হঠাৎ সুকৌশলে তার মনের ও কৌশলের পরিবর্তন করে চোখ-মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে একটা আপোষের ভঙ্গীতে হো-হো করে হেসে উঠল :

"ওই বদমায়েস ম্যাথিয়াস! তাহলে নিজেই নিজেকে মৃত বলে চালাতে চেষ্টা করেছিল? কত বড় রাস্কেল! আর ভেবেছিল আমি জীবন-বীমার টাকাটা তুলে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব? যেন এমন একটা বাজে, নোংরা জালিয়াতি করা আমার পক্ষে সম্ভব! তুমি আমাকে মোটেই চেন না হে ছোকরা!"

আর একটুও দেরি না করে একটা মজার গল্প শুনে খুশি হওয়া বুড়োর মত আহ্লাদে ডগমগ হয়ে সে বিদায় নিল; অবশ্য ছেলের পায়ের প্রত্যেকটা ছাপের উপর নিজের কাটা-লাগানো বড় বুটের ছাপ মারতে ভুল করল না।

BanglaBook.org